

উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ১৪
তারিখ-১৮/০২/২৪

অদ্য বর্ননা দাখিল ও নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধানমতে ১/২ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

১ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলির বক্তব্য শ্রবন করলাম।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, তফসিলোক্ত দোকান গৃহের মূল মালিক আবুল হোসেন

সওদাগর বিগত ১৩/০৯/১৯৯৫ ইং তারিখে ৪০,০০০/- টাকা নগদ সেলামি গ্রহন পূর্বক

লিখিত এগ্রিমেন্ট মূলে হামিদুর রহমান বরাবর দোকান গৃহের দখল হস্তান্তর করেন।

হামিদুর রহমান উক্ত দোকান পুনরায় ৩,২০,০০০/- টাকা সেলামিতে ০২/০২/১৪ ইং

তারিখে লিখিত চুক্তিনামামূলে উক্ত দোকানগৃহের স্বত্ব দখল অত্র বাদী মোঃ শফিকুল

ইসলাম বরাবর অর্পণ করেন। উক্ত চুক্তিনামাতে ১ নং বিবাদী সাক্ষী ছিলেন। হামিদুর

রহমান মরনে ১/২ নং বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। পরবর্তীতে ১/২ নং বিবাদী বাদী হতে

ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বাদী ঘর ভাড়া মামলা নং ০৪/২০১৭ দায়ের

করেন। পুনরায় বিবাদীগণ যাতে বাদীকে বেদখল করতে না পারে সেজন্য ১/২ নং

বিবাদীর বিরুদ্ধে অপর ৪৫৪/২০১৭ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় ২৩/০৪/২০১৮ ইং

তারিখে ২ নং বিবাদী ও বাদীর মধ্যে সমঝোতা হয় এবং সোলেসূত্রে উক্ত মামলা খারিজ

হয়। সোলেনামায় গত ২৩/০৪/২০১৮ ইং তারিখের চুক্তির শর্তমতে ১৬-১৮ দৈর্ঘ্য ও

১২-০ প্রস্থ বিশিষ্ট দোকান গৃহ বাদীকে বুঝিয়ে দেয়া; বিবাদীগণ বাদীকে বহুতল

ভিত্তিযুক্ত মার্কেটের ১০১ নং দোকানগৃহ বুঝিয়ে দেওয়ার শর্তারোপ করা হয়। শর্তমতে

বিবাদীগণ বাদী হতে ১ লক্ষ টাকা গ্রহন করে দোকান গৃহের দখল বাদীকে বুঝিয়ে না

দিয়ে কালক্ষেপন করতে থাকে। বিগত ১৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ

তফসিলোক্ত দোকানগৃহ অন্যত্র লাগিয়ত করিবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অপর দিকে বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তে বর্ণিত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য হলো, তফসিলোক্ত দোকান গৃহ ভূমির মূল মালিক আবুল হোসেন সওদাগর। আবুল হোসেন সওদাগর মরনে তৎ স্বত্ব ১ নং বিবাদী প্রাপ্ত হন। ১ নং বিবাদী তাহার ভ্রাতা ২ নং বিবাদীর স্বত্ব খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হন। ১ নং বিবাদী তাহার মালিকানাধীন নালিশী ভূমিতে মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করিলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নালিশী দোকান গৃহের একটি অংশ রেলওয়ের জায়গায় নির্মিত বলিয়া ১ নং বিবাদীকে উক্ত জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে দোকান গৃহ টি ১৮৪ বর্গফুটের হলেও বর্তমানে রেলওয়ে কে ছেড়ে দেবার কারনে দোকানগৃহ টি ১৩০ বর্গফুটের মত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত দোকানগৃহ সহ মার্কেট নির্মানাধীন আছে। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা আদেশ হলে ১ নং বিবাদীর মার্কেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাদীর দাবিকৃত ৪৫৪/২০১৭ নং মোকদ্দমায় ১ নং বিবাদীর সহিত কোন সমঝোতা বা সোলেনামা হয়নি। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি আরো নিবেদন করেন যে, বাদীপক্ষের অত্র মামলায় প্রাইমা ফেসী কেস নেই এবং সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বিবাদীপক্ষের অনুকূলে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীর নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত খরচাসহ খারিজযোগ্য হইবে।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে,

স্বীকৃতমতে তফসিলোক্ত আর এস ৬৩০৫ দাগে স্থিত দোকান গৃহ ভূমির মূল মালিক আবুল হোসেন সওদাগর ছিলেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ১৩/০৯/১৯৯৫ ইং তারিখের অরেজিস্ট্রিকৃত চুক্তিনামা হতে প্রতীয়মান হয়, আবুল হোসেন সওদাগর ৪০,০০০/- টাকা সেলামি নিয়ে উক্ত দোকান গৃহ হামিদুর রহমান কে প্রদান করেন। হামিদুর রহমান পুনরায় উহা ৩,২০,০০০/- টাকা সেলামিতে ০২/০২/১৪ ইং তারিখে লিখিত চুক্তিনামামূলে বাদী মোঃ শফিকুল ইসলাম বরাবর পজেশন হস্তান্তর করেন। দাখিলী চুক্তিনামা দৃষ্টে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী অপর

৪৫৪/২০১৭ মামলার আদেশ ও সোলেনামার সহিমুহুরী নকল পর্যালোচনায় দেখা যায়, দোকানগৃহ হতে বাদীকে বেদখলের হুমকি দেওয়ায় বাদী ১/২ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে উক্ত অপর ৪৫৪/২০১৭ মামলা দায়ের করেন যা সোলেসূত্রে নিষ্পত্তি হয়। উক্ত সোলেনামা পর্যালোচনায় দেখা যায় ১/২ নং বিবাদী উক্ত সোলেনামায় পক্ষ ছিলেন এবং সাক্ষর করেছিলেন। কথিত সোলেনামার সহিমুহুরী নকল পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় ২৩/০৪/২০১৮ ইং তারিখের চুক্তির শর্তমতে ১/২ নং বিবাদীর নতুন নকশা মতে ১৬-১৮ দৈর্ঘ্য ও ১২-০ প্রস্থ বিশিষ্ট দোকান গৃহ বাদীকে বুঝিয়ে দেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং মার্কেটের পূর্ব/উত্তর দুই দিকে মুখ করিয়া ১০১ নং দোকানগৃহ বাদীকে বুঝিয়ে দেওয়ার শর্ত ছিল। যেহেতু উভয়পক্ষের মধ্যে সোলেনামামূলে চুক্তি হয়েছে সুতরাং চুক্তির শর্তাবলী উভয়পক্ষের উপর বাধ্যকর বলে আমি মনে করি। ১ নং বিবাদীর সাথে বাদীর কোন সমঝতা বা চুক্তি হয়নি মর্মে দাবি করলেও সোলেনামা হতে ১ নং বিবাদীর দাবি মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। ১ নং বিবাদী সোলেনামা নিরিখে যতদূর সম্ভব উহা প্রতিপালনে বাধ্য। এমতাবস্থায় বাদীর প্রাইমা ফেসী কেস আছে মর্মে বিবেচনা করি। ১/২ নং বিবাদী যদি কথিত দোকানগৃহ অন্যত্র লাগিয়ত করে তাহলে বাদীপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আমি বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচ্য।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ২৩/০৩/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা ১/২ নং বিবাদীপক্ষ কে অত্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সোলেনামায় বর্ণিত তফসিলোক্ত দোকান গৃহ অন্যত্র হস্তান্তর বা লাগিয়ত করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী-----

